০৫-০৪-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - যোগবলের দ্বার তোমাদের ঘাটতি হওয়া খাতার হিসাব মিটিয়ে দিয়ে, নতুন করে সুখের খাতায় জমা কর এবং ব্যাপারী হয়ে নিজের হিসাব-নিকাশ ভালো করে চেক করো ।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমরা বাবার কাছে কি এমন প্রতিজ্ঞা করেছো আর তা পালন করার সহজ উপায়ই বা কি?

উত্তর :- বাচ্চারা, তোমরাই তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে- "একমাত্র শিববাবাই আমাদের পিতা, উনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কেউই নয়।" এমন কি, ভক্তিমার্গেও তোমরা বলেছিলে- "বাবা যখন আপনি আসবেন, তখন আমরা অন্য সব সম্বন্ধ-সম্পর্ক ছেড়ে, একমাত্র আপনার সাথেই সম্বন্ধ-সম্পর্কে ব্যস্ত থাকবো।" তাই এখন বাবা জানাচ্ছেন- "বাচ্চারা, তোমরা দেহের সব সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে দেহ সহিত দেহের সব ভাবকে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করে, একমাত্র আমার স্মরণে আসো। এই পুরানো শরীরের মায়াও ত্যাগ কর, যদিও এর জন্য তোমাদেরকে যথেষ্ট পুরুষার্থও করতে হবে। আর এই প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে নিজের সাথে কথা বলো আর এটা মনে রাখার চেষ্টা কর - এবার আমার এই শরীরের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় সমাপ্ত হওয়ার সময় যে হয়েছে।

গীত :- তোমার ওই আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এবার নীচে নেমে এসো.... ।
(ছোড় ভি দে আকাশ সিংহাসন)

ওঁম্ শান্তি! বাবাকে পরমধাম থেকে এখানে নেমে আসার আহ্বান জানাচ্ছে বাচ্চারা। যদিও পতিত মানুষেরাই এই গান গেয়ে আহ্বান করে থাকে। কিন্তু তারা নিজেরাই এর মর্মার্থ জানে না। বর্তমানের রাবণ-রাজ্যের এই পতিত দুনিয়া থেকেই তারা বাবাকে আহ্বান করে বলে, বাবা এসো, এসে সকল পতিত আত্মাদেরকে পাবন বানাও। যদিও বাচ্চারা এটা জানে যে, এই ভারত-ই একসময় শ্রেষ্ঠাচারী দৈবী রাজ্য ছিল। তোমরা তাই এখন সেই শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ারই পুরুষার্থ করছো। বাবা বলেন- "বাচ্চারা, এবার যে তোমাদের নিজধামে ফিরতে হবে। অতএব এখন তোমাদের পুরানো খাতার সব হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ফেলতেই হবে।" ব্যবসায়ীরাও তো প্রতি বারো মাস অন্তর লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ বের করে, পুরানো খাতা বন্ধ করে দেয়। ফলে তারা লাভ-ক্ষতির হিসাবটাও জানতে পারে। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে, পূর্বে এই ভারতেই তোমরা অর্ধকল্প লাভ অর্থাৎ সুখভোগ করেছ এবং বাকী অর্ধকল্প লোকসান অর্থাৎ দুঃখভোগ করছ। অর্থাৎ অর্দ্ধকল্প সুখ আর অর্দ্ধকল্প দুঃখ। কিন্তু, সেখানেও তোমরা দুঃখ অনেক কমই পেয়ে থাকো, তাও যখন তমোপ্রধান অবস্থায় পরিণত হও তখন। তখন ব্যভিচারী ভক্তিতে চলে যাও। তাই তো বাবা বসে বাচ্চাদেরকে এগুলিই বোঝাচ্ছেন। তোমাদেরকে এখন লাভের পথ অনুসরণ করতে হবে। আর লোকসানের হিসাবকে যোগবলের দ্বারা মিটিয়ে ফেলতে হবে। তোমাদের পাপের খাতা এখন কাটিয়ে ফেলে আবার সুখের খাতায় পুণ্য জমা করতে হবে। তোমরা যতই আমাকে স্মরণ করবে, ততই তোমাদের পাপের খাতা ভস্ম হতে থাকবে এবং যার ফলে তোমরা পবিত্র স্বরূপ হয়ে গীতার জ্ঞান ধারণ করতে পারবে। বর্তমান জগতে এখানে তো কেউ প্রকৃত গীতা-শাস্ত্র শোনাতেই পারে না। যেহেতু এই গীতার জ্ঞান একমাত্র ভগবানই দিতে পারেন। এই সময় মানুষদের বুদ্ধি তমোপ্রধান হওয়ার কারণে

আত্মারা তাদের পিতা পরমাত্মা বাবাকেই জানে না, তাই তো তাদেরকে অনাথ বলা হয়। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তো বুঝতে পেরেছ যে, এই ভারতই একসময় কত পূণ্য-আত্মা এবং শ্রেষ্ঠাচারীদের দুনিয়া ছিল, সেই সব ছবিও তো চিত্রিত আছে। সত্যযুগের শুরুতে ভারত খুবই সম্পদশালী ছিল, এছাড়া যে সকল ইসলামী, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম আছে, সত্যযুগের শুরুতে তাদের কোনও নাম-নিশানও থাকে না। সেইসব ধর্মের ধর্ম-স্থাপকরা অনেক পরে প্রথমে ধীরে ধীরে আসেন এবং তারও পরে তাদের অনুগামী আত্মারাও আসতে-যেতে থাকে। কিন্তু তারা রাজার পদের অধিকারী হতে পারেন না। তারা কেবল নিজেদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এসে থাকেন। যখন তারা লক্ষ কোটিতে পৌঁছে যায়, কেবল তখনই তারা নিজেদের মধ্যেই রাজা-রাণী ইত্যাদি পদের প্রচলন করে। কিন্তু, এখানে এই জ্ঞানের পঠন-পাঠনে তো তোমরা (যুগের) শুরু থেকেই রাজা, রাজাধিরাজ ইত্যাদি হতে পারো। সত্যযুগের শুরুতেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। ভারত যখন শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, তখন তারা মহান ও উচ্চপদের অধিকারী ছিল। কিন্তু একমাত্র ভগবানকেই উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ অর্থাৎ সর্বোচ্চ বলা হয়। তাই একমাত্র তাঁকেই সত্য বলে মানা হয়। যেহেতু একমাত্র তিনিই এসে সেই সত্য জ্ঞান দিয়ে থাকেন আর অন্যান্যরা সবাই বাবার সম্বন্ধে কেবল মিথ্যা জ্ঞানই প্রচার করে। যদিও সবাই সেই এক গড-ফাদারকেই স্মরণ করে থাকে। অথচ সেই ফাদারকেই কেউ কিন্তু সঠিক ভাবে জানে না। কখনও যদি তোমরা জিজ্ঞাসা করো - "আচ্ছা, লৌকিক বাবাকে তোমরা কিভাবে চেন"? তাহলেই তো তারা বলবে যে, তিনি হলেন সর্বব্যাপী! বাবা সে তো বাবাই। বাবার থেকে তো আশীর্বাদও পাওয়া যায়। আর এই বাবা বোঝান, "আমি-ই হলাম অসীম-বেহদের রচয়িতা। আমাকে ডাকাই হয় এই পতিত দুনিয়াতে আসার জন্য। বাস্তবে প্রলয় তো আর হয় না। এই দুনিয়া এখন সম্পূর্ণ পতিত দুনিয়াতে পরিণত হয়ে আছে। আমাকে তো শুধুমাত্র তোমাদের (বাচ্চাদের) জন্যই এই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হয়। আর তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরই এসব বুঝিয়ে থাকি। জগতের মানুষ তো নিজেদের শান্তি লাভের জন্য কতই না গুরু-গোঁসাই ইত্যাদির শরণাপন্ন হয়। কিন্তু সেসব তো হল ভক্তি-মার্গের জন্য, যেখানে হঠযোগ ইত্যাদি শেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু, তাদের থেকে কখনই বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায় না। তবুও জগৎবাসীরা সেই সব গুরুর শরণাপন্ন হয়, অল্প সময়ের জন্য সুখ পাওয়ার জন্য। কেননা তারা সকলেই হলেন এই জাগতিক দুনিয়ার সাময়িক সুখ দাতা। একমাত্র বেহদের বাবাই হলেন বেহদের সুখ দাতা। বাবা বাচ্চাদের কাছে মুক্তি তথা জীবন মুক্তির উপহার নিয়ে আসেন। সত্যযুগে কেবল একটাই ধর্ম থাকে। আর বর্তমানে এখানে তো কতই না অনেক ধর্ম আছে, দিন প্রতিদিন তাদের আবার বৃদ্ধিও হয়েই চলেছে। এখন আবার এই সমস্ত আত্মাদেরকেই তাদের নিজধামে তথা শান্তিধামে ফিরে যেতে হবে। যা এখানে কেবল তোমরা বাচ্চারাই এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান লাভ করছো। পরমাত্মা শিববাবা হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। একমাত্র তাঁর কাছেই সমস্ত প্রকারের জ্ঞানই সঞ্চিত আছে। কিন্তু বাবাকে সর্বব্যাপী বলার অর্থ হলো, তারা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞান অথবা ভক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞানী। ভগবান যদি সর্বব্যাপীই হোন, তাহলে আর আলাদা করে ভগবানকে ভক্তি করার কি বা প্রয়োজন! লোকেরা ভক্তি করে আবার ভক্তি করার কথাও তো বলে, কিন্তু তার সঠিক অর্থটাই তো তারা বোঝে না। তাই তো তারা কাঠ, নুড়ি, পাথর ইত্যাদি যা কিছু দেখে, সব কিছুকেই ভক্তি করতে শুরু করে। এমনকি কত বিশাল সংখ্যক, তারা তো পবিত্র হবার উদ্দেশ্যে গঙ্গাতে স্নান করতেও যায়। গঙ্গা যদি পতিত আত্মাদেরকে পবিত্র-পাবন বানাতে সক্ষম হতো, তা হলে তো সকল আত্মাই পবিত্র-পাবন হয়ে মুক্তিধাম তথা জীবন মুক্তিধামে চলেই যেত- তাই না! কিন্তু এভাবে কেউই সেখানে যেতে পারে না। তা না হলে একজন গুরু নিজধাম তথা পরমধামে যদি ফিরে যেতে

পারতেন, তবে তিনি তার সাথে তার শিষ্যদেরকও অবশ্যই নিয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি নিজে না পারেন পরমধামে ফিরে যেতে, না পারেন শিষ্যদেরকে সঠিক ভাবে কিছু বলতে। কারণ, তাদের মধ্যে বেশীরভাগ আত্মারাই হলো ভীষণ ভাবে দেহ-অভিমানী। তাই এরকম জোরের সাথে তারা কেউ-ই বলতে পারে না যে, *'আমিই হলাম নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, যে তোমাদের সকল আত্মাদের বাবা। তাই আমি এসেছি, তোমাদেরকে সাথে করে পরমধামে নিয়ে যেতে। এই কথা বলতে পারেন একমাত্র শিববাবা-ই। এখন তোমাদের এই পুরনো দুনিয়া ছাড়ার সময় হয়েছে। আর এর জন্য তোমাদের যথেষ্ট পরিমানে যোগবলের প্রয়োজন। গাফিলতি করলে তো আর উচ্চ পদের প্রাপ্তি লাভ করতে পারবে না।*

তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানো যে, বাবা আমাদের স্বর্গের উপযুক্ত করে তুলছেন ! যেসব বাচ্চারা বাবার অবাধ্য হয়, তারা দেউলিয়া হয়ে যায়। প্রতি কল্পেই তোমাদের ১০০ শতাংশ পবিত্র গুণ ও শক্তি সম্পন্ন আত্মা বানিয়ে থাকে। কিন্তু রাবণ এসে তোমাদেরকে বিকারী বানিয়ে দেউলিয়া করে দেয়। যদিও তোমরা বাচ্চারাও তা বোঝো যে এটা সঠিক। কেননা এটা হল কলিযুগের শেষ আর সত্য যুগের শুরু তথা সঙ্গমযুগ। যেমন কোনও বাড়ির গড় আয়ু যদি হয় ১০০ বছর। আর যদি তার থেকে ২৫ বছর পার হয়ে যায়- তা হলে বলা হয় সেই বাড়ির ১/৪ ভাগ (এক চতুর্থাংশ) অংশ পুরানো হয়েছে। আর ৫০ বছর অতিক্রম করলে সেই বাড়িটাকেই তখন পুরানো বলে ঘোষণা করা হয়। সেইরকম এই দুনিয়াকেও চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে, সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো। এখন আবার এই পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়া বানাতে হবে। অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়াটারই আবার নতুন রূপে জন্ম হবে। তেমনি বর্তমানের এই দুনিয়াটাও হলো সব থেকে পুরনো দুনিয়া। তাই বাবা বলেন, এখন আমি আবার তোমাদের সেই নতুন দুনিয়ার জন্ম দিচ্ছি। এই দুনিয়া এখন পুরনো থেকে নতুনে পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। তাই তো তোমরা বাচ্চারা এখামে এসেছো রাজযোগ শিখতে। বাচ্চারা, এখন তোমরাও জানতে পেরেছো, এই সম্পূর্ণ নাট্যশালার নাটকে আমরা হলাম এক একজন অভিনয়কারী আত্মা। আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে এখানে নিজ নিজ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে এসেছি। একথা দুনিয়াতে আর অন্যেরা কেউ ই জানে না। নিজেদেরকে যদি অভিনেতা ভাবো, তাহলে সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালকেও তখন জানতে পারবে। শুধুমাত্র কথার কথা হিসাবে বলা হয় যে, এটা হলো কর্মক্ষেত্র, কিন্তু কবে থেকে তার শুরু এবং এর সৃষ্টিকর্তাই বা কে, সে ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না! এই সবকিছুই তো মানুষদেরকে জানতে হবে,- তাই না! তা না হলে নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করা তো অনাথ বাচ্চাদের মতন কাজই হবে। দেবতাদের কিন্তু কখনও অনাথ বলা যায় না। দৈবীরাজ্যে, সেখানে তো কোনো লড়াই ঝগড়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর এখানে দ্যাখো, বাচ্চারা তাদের নিজেদের বাবাকেই মেরে ফেলে। এখানে সকল আত্মাই এখন পতিত ভ্রষ্টাচারী হওয়ার কারণে সকলেই সকলকে কেবল দুঃখই দিতে থাকে। অর্ধকল্প ছিল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দেবী-দেবতাদের রাজত্ব। কিন্তু এখানে এখন কোনও আত্মাই সম্পূর্ণ নির্বিকারী নয়। এখন বাবা তোমাদের শ্রীমৎ দিয়ে জানাচ্ছেন, যেহেতু এই পুরনো দুনিয়া শেষ হতে চলেছে, তাই আমি এসেছি নতুন দুনিয়া স্থাপনা করতে। তোমরা তো একদা প্রতিজ্ঞাও করেছিলে, 'বাবা তুমি এখানে এলে আমরা অন্য সবারর সঙ্গ ছেড়ে, একমাত্র তোমার সাথেই চলবো। আমাদের তো কেবল এই এক বাবা ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই।' তাই এখন বাবা এসে বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা দেহ সহিত দেহের সাথে সম্পর্কিত দেহ সম্বন্ধীয় সকল সম্পর্ককেই ত্যাগ করে এক ও একমাত্র আমার স্মরণে আসো। যদিও এর জন্য তোমাদের যথেষ্ট পুরুষার্থ করতে হবে। তখন বাচ্চারা বলে, বাবা আমরা তো জানি এই

সব মিত্র-সম্বন্ধী, আত্মীয়-স্বজন,বন্ধু-বান্ধব, ইত্যাদি যারা আছে, এরা সবাই অনেক আগে থেকেই তো মৃত। তাদের এই শরীরও পুরানো হওয়ার কারণে, তারাও তো শেষ হয়ে যাবে। এখন আমরা এই পুরনো শরীর ছেড়ে আবার নতুনে শরীর ধারণ করব। তাই পুরোনো শরীরের আকর্ষণ থেকে মনও সরে যাচ্ছে। এখন আমাদের এই গেল তো ঐ গেল অবস্থা। এই পুরনো দুনিয়াও তো ভষ্মে পরিণত হতে চলেছে। তাই তো বাবা বোঝান যে, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে এইসব কথা স্মরণ করতে থাকো। যেহেতু এই নাটক এখন সম্পূর্ণ অর্থাৎ শেষ হতে চলেছে, তোমাদেরও এবার নিজধামে ফিরে যেতে হবে। তাই এখন কেবলমাত্র বাবার শ্রীমত অনুসারেই চলতে হবে। যেহেতু এখন আমাদেরকে নুতন দুনিয়াতে যেতে হবে, তাই জীবিত থাকা কালীন-ই সবার সাথে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে এক বাবার সাথে সর্ব-সম্বন্ধ, সকল-সম্পর্ক জুড়তে হবে। যদিও এরজন্য অনেক বেশী করে অভ্যাসও করতে হবে। আর সেই অভ্যাস করার জন্যই বাবা বলেন, সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠো। দিনের বেলা তো শরীর নির্বাহের কারণে অর্থ উপার্জনের নিমিত্তে কর্ম তো করতেই হবে। তাই রাতের বেলাতেই বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস বুদ্ধিতে রাখতে হবে। যতটা সময় সম্ভব এই এক বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। বাবাকে স্মরণ করার জন্য তুমি যতই না হাঁটতে থাকো, কিন্তু, কখনই তাতে পরিশ্রান্ত মনে হবে না। কখনও হাঁপিয়ে বা ক্লান্ত হয়ে পড়বে না। যেহেতু এতে যোগবলের পরম আনন্দ অনুভূত হয়। একবার যদি বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাসে।অভ্যাসী হয়ে যাও, তা হলে যেখানেই যখন বসবে, একমাত্র তাঁকেই স্মরণে আসবে। খাওয়ার সময়েও তাঁর স্মরণে থাকবে। কোনো রকম বেকার বা ফালতু কথার আলোচনা করবে না। একমাত্র বাবাকে স্মরণ করলেই সব বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপর যে যেমন মানসিক অবস্থায় পৌঁছবে, সে তেমন লক্ষ্যেই পৌঁছতে সমর্থ হবে। কারণ এখন যে তোমাদের নিজধামে ফিরে যেতে হবে। সকলের সদ্‌গতিদাতা, সবাইকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানোর কারিগর, শান্তির দেশে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা একমাত্র এই বাবার-ই আছে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তো তোমরা বাবা, শিক্ষক ও গুরুকে পেয়েছ, কিন্তু তারা সবাই হলো জাগতিক দুনিয়ার শরীরধারী। তাই তারা কেউই দেহী-অভিমানী হওয়া শেখাতে জানে না। তা একমাত্র বেহদের বাবা জ্ঞানের সাগরই শেখাতে পারেন। সকল আত্মার মধ্যেই তাদের সংস্কারগুলি ভরা থাকে। পুনরায় শরীর ধারণ করলে তা ইমার্জ হয়ে (পুনরায় জাগ্রত হয়ে) প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পারে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ড্রামার জ্ঞান আছে। এছাড়া অন্য সকল মনুষ্য আত্মারা, তারা তো ঘোর অন্ধকার আচ্ছন্নের মধ্যেই আছে। যদিও তারা বাবাকে উদ্দেশ্য করে গুণগানও কীর্তণ করে- 'জ্ঞান অঞ্জন', তা তো সদগুরুই দেওয়া। তাহলে তো সেই জ্ঞান অঞ্জনদাতা হলেন এই জ্ঞানসূর্য স্বরূপ শিববাবা-ই। সত্যযুগকে দিন আর কলিযুগকে রাত বলা হয়ে থাকে। সকল আত্মারাই এক নিরাকারী বাবাকেই স্মরণ করে। বাবা বোঝান, আমি তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের ব্রহ্মার মুখের দ্বারা আগের কল্পের মতই ভক্তিমার্গের শাস্ত্রগুলির তাৎপর্যপূর্ণ গূঢ় তথ্যগুলি বুঝিয়ে থাকি। এই সব হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী, যা অর্ধকল্প ধরে চলে আসছে। কিন্তু, জগতের মানুষেরা বলে, এসব তো পরম্পরা অনুযায়ী চলে আসছে। তাদের বক্তব্য, রাবণকেও তারা পরম্পরা অনুযায়ী জ্বালিয়ে আসছে। যে সব উৎসব ইত্যাদির রীতি-রেওয়াজ প্রচলিত আছে, তারা বলে এসবও নাকি পরম্পরা অনুযায়ীই চলে আসছে। কিন্তু পরম্পরার প্রকৃত অর্থটা কি ? সেটাই তো কেউ বোঝে না। তারা তো সত্যযুগের আয়ু লক্ষ লক্ষ বছর লিখে রেখেছে, আসলে তারা সকলে যে ঘোর অন্ধকার আচ্ছন্নের মধ্যেই ডুবে আছে। ভক্তির শুরু কবে থেকে হয়েছে, পবিত্র-পাবন তারা কখন হয়েছিলো, অথচ এসবের কিছুই তারা জানে না। ভগবান কখন আসেন পতিতদের পবিত্র-পাবন বানাতে ? যদিও তারা বলে যে, যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের ৩ হাজার বছর আগে এই দুনিয়াই ছিল

স্বর্গরাজ্য, কিন্তু তবুও নানা জনের নানা মত অনুসারে দুনিয়াতে এই সকল কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এমন সময়ে বাবা এসে আমাদেরকে আবার শ্রেষ্ঠ মত দেন। শ্রীমত্ অনুসারী তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে শ্রেষ্ঠ, তাই তোমরাই দেবতা হতে চলেছো। যে রকম জপের মালাতে রুদ্রমালাও থাকে, সেই রুদ্রই হলেন এই নিরাকার শিববাবা। তিনি হলেন শ্রী-রও শ্রী।দেবতাদেরকেও শ্রী বলা হয়, শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। বাচ্চারা, এখন তোমরা জেনেছ যে, এই শ্রী শ্রীর দ্বারাই শ্রেষ্ঠ দুনিয়া রচিত হয়। শ্রী শ্রী বাবা হলেন এই শ্রী বানানোর কারিগর অর্থাৎ পরমাত্মা। এইসব কথা তোমাদের সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। আগের কল্পে যে সকল আত্মারা এসব বুঝেছিল, তারাই কেবল এসব বুঝতে পারবে। *এই জ্ঞান সকল ধর্মের আত্মাদেরই জন্য।* তাই বাবা সকল আত্মাদেরকেই তা বলেন, নিজেকে প্রথমে আত্মা নিশ্চিত কর। বেহদের বাবার কাছ থেকে তোমরা কতই না সুখের অধিকারী হচ্ছ। বেহদের বাবা স্বয়ং এসে এত বাচ্চাদের এডপ্ট তথা দত্তক নিয়ে নেন, কারণ তারা তো সবাই বাবার মুখ বংশাবলী বাচ্চা। তাই তো কত অনেক সংখ্যায় এত বি কে হয়েছে, যারা পরবর্তী কালে দেবতা পদ লাভ করবে। এটা হলো ঈশ্বরীয় কুল বা বংশ। দাদামশায় তথা পরমাত্মা শিববাবা হলেন নিরাকার এবং তাঁর সন্তানের নাম হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবা, আর এঁনার মাধ্যমেই নিরাকার শিববাবা বি কেদের এডপ্ট তথা দত্তক করিয়ে থাকেন। মূল অর্থে তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা হলে শিববাবার পরিবার, এবং এই ভাবেই পরিবারের বিস্তৃতি হতে থাকে। এখন তোমরা প্রথম ও প্রধান সম্প্রদায় ভুক্ত হয়েছো। তোমরা তোমাদের সেবার মাধ্যমে জগতের সকলের কল্যাণ সাধন করে থাকো। তোমাদের স্মৃতি রক্ষাকারী চিহ্ন হিসাবে মন্দিরগুলো একদম সঠিক ভাবেই বানানো হয়েছে। যেখানে তোমরা চৈতন্য তথা জীবন্ত অবস্থাতেও বসতে পারো। কারণ, এটা তো জানো, আমরাই পুনরায় সেই স্বর্গরাজ্যের স্থাপনার কাজে যুক্ত আছি ! তাই ভক্তিমার্গতে আমাদের স্মরণের উদ্দেশ্যেই এইরূপ মন্দির আবারও নির্মাণ করা হবে। শিববাবা এখানে না থাকলে, তখন তোমরাই বা কোথায় যেতে ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর এখন কোথায় আছেন ? শিববাবা তো এখন সৃষ্টির রচনা করছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার চিত্র পৃথক হওয়া প্রয়োজন। যেখানে ওনাকে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলা হয়, কিন্তু তার প্রকৃত কোন অর্থই হয় না।

তোমরা তো জানো পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারাই এই স্থাপনার কার্য করান। যেহেতু শিববাবা হলেন করনকরাবনহার অর্থাৎ যাবতীয় সব কিছুই করাবার মালিক। এই সব কথা নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। শিববাবা স্বয়ং এই রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি আমাদের যে জ্ঞান দিচ্ছেন, তা অবশ্যই জীবনে ধারন করতে হবে, এবং এরজন্য পবিত্রতা রক্ষা করার সাহসও দেখাতে হবে সবার আগে। গৃহস্থ পরিবারে থেকেও পবিএ হয়ে দেখাতে হবে। কেউ কেউ আবার তাদের মেয়েদের বাঁচানোর জন্যও স্বয়ম্ভর করে থাকে, যাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলা হয়। তবে সেখানেও কেউ কেউ ফেল অর্থাৎ অকৃতকার্য হয়ে পড়ে। আবার এমনও অনেক আত্মারা আছে, যারা বিবাহ করেও পবিত্রতা রক্ষা করে। পবিত্র থাকার সাথে সাথে জ্ঞানও অর্জন করতে হবে। বাবার জ্ঞান নিজের মধ্যে ধারণ করে, অন্যদেরকেও নিজের মত হওয়ার অনুপ্রেরণা দেবে, তবেই তো উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে। এই জ্ঞান যজ্ঞতে নানা ধরণের বিঘ্ন-বিপত্তি দেখা দিতে পারে। অবশ্য এসব যে হবেই, তা আগে থেকেই অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের ড্রামাতে তা খোঁদিত আকারে লিপিবদ্ধও আছে। কোনো কোনো কন্যারা বলে, 'আমরা ধনসম্পত্তি নিয়ে কি করবো, এর থেকে বাসন মেজে খাবার খাওয়া অনেক ভালো, কিন্তু পবিএ তো থাকতে পারবো।' যদিও এর জন্য যথেষ্ট সাহস থাকার প্রয়োজন। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) আহার করার সময় বাবাকে স্মরণ করতে করতে আহার গ্রহণ করতে হবে। অযথা বা ফালতু বার্তালাপ করবে না। স্মরণের দ্বারা পাপের খাতার হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ফেলতে হবে।

২) দিনে শরীর নির্বাহের কারণে অর্থ উপার্জন করার জন্য কর্ম তো করতেই হবে, কিন্তু রাত জেগেও নিজেই নিজের সাথে বার্তালাপ করবে। আর এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, এই অবিনাশী নাটক এখন সম্পূর্ণ (শেষ) হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। তাই , এবার আমাদেরকে পরমধামে ফিরে যেতে হবে, অতএব জীবিত থাকাকালীনই সকল প্রকারের মমত্বকে মিটিয়ে ফেলতে হবে।

বরদান:- এক বাবার মধ্যেই সমগ্র জগত-সংসারের অনুভূতি করে একমাত্র তাঁরই স্মরণে থাকতে পারা সহজ যোগী ভব।

ব্যাখ্যা :- সহজ যোগের অর্থ হল,কেবলমাত্র একজনকেই স্মরণ করা। অর্থাৎ এক ও একমাত্র বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউই নয়। তন-মন-ধন সবই তোমার। এইরকম ট্রাস্টি হয়ে ডবল লাইটের অধিকারী হয়ে থাকতে পারা আত্মাই হল সহজযোগী । সহজযোগী হওয়ার সহজ বিধি হল, কেবলমাত্র একজনকেই শ্মরণ করতে হবে, আর তার মধ্যেই সবকিছু, এমনটাই অনুভব করতে হবে। বাবা-ই আমার সমস্ত জগত সংসার - এমন ভাবধারায় স্মরণের যোগ সহজ হয়। তোমরা অর্ধকল্প ধরে এত যে পরিশ্রম করেছ, তাই এখন বাবা তোমাদের সেই পরিশ্রম থেকে মুক্ত করাচ্ছে। কিন্তু তবুও যদি আবারও স্মরণের যোগে পরিশ্রম করতে হয়, তাহলে তার মূল কারণ হল তোমাদের নিজেদের মধ্যেই কোনও দুর্বলতা আছে।

স্লোগান:- মহান আত্মা হলেন তিনি, যিনি পবিত্রতা রূপী ধর্মকে নিজের জীবনে ধারণ করেন।